শালবনিতে জিন্দালের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামছে জমিদাতা সংগঠন

অসীম বেরা, শালবনি, ১৬ জুলাই: জমিদাতাদের না জানিয়েই কারখানায় সিমেন্ট উৎপাদন শুরু হয়েছে বহিরাগতদের এনে। ফলে জমিদাতারা তাঁদের দাবি থেকে একটুও যে নড়ছেন না তা স্পষ্টতই জানিয়ে দিলেন জমিদাতা সংগঠনের সম্পাদক পরিষ্কার মাহাতো। বরং জমিদাতা পরিবারদের উপেক্ষা করেই কারখানার কাজ হচ্ছে বলে তাঁরা আবার আন্দোলনে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলেও জানান। যদিও জমিদাতা সংগঠনের জন্য আশার বাণী শুনিয়েছে কারখানা কর্তৃপক্ষ। জিন্দাল কারখানার মানবসম্পদ অধিকর্তা দিব্যেন্দু মুখোপাধ্যায় জানান, 'একটা বড় প্রকল্প গড়ে উঠতে সময় লাগে, তাই সময় দিতে হবে। জমিদাতাদের নিয়ে ইতিবাচক পরিকল্পনাই আছে। তাঁদের কি ভাবে কর্মসংস্থান হয় তা গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে কর্তৃপক্ষ।'

এদিকে সূত্রের খবর জিন্দালের একটি ইউনিট থেকে উৎপাদন শুরু হয়েছে।

জিন্দালদের কারখানায় শুরু হয়েছে কাজ। আর তাতেই ক্ষোভ বেড়েছে জমিদাতা সংগঠনের। রবিবার শালবনিতে।

বাকি ৩ টি ইউনিট থেকেও যাতে দ্রুত সিমেন্ট উৎপাদন করা যায় তার জন্য জোর তৎপরতা শুরু হয়েছে শালবনির জিন্দাল সিমেন্ট কারখানায়। জিন্দাল কর্তা সজ্জন জিন্দালের পুত্র পার্থ জিন্দাল কয়েকদিন আগেই শালবনিতে এসে কারখানা কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন সিমেন্ট কারখানার ৪টি ইউনিট থেকেই যেন দ্রুততার সঙ্গে পুরোদমে সিমেন্ট উপাদন শুরু করার। শীর্ষকর্তার বার্তা পেয়ে বাকি ৩টি ইউনিটে সিমেন্ট উপাদনের কাজ জোরকদমে শুরু করে দিয়েছেন কারখানা কর্তৃপক্ষ।

শালবনির জিন্দাল কারখানার মানবসম্পদ অধিকর্তা দিব্যেন্দু মুখোপাধ্যায় জানান, 'যত দ্রুত সম্ভব বাকি ইউনিটগুলি থেকেও যাতে সিমেন্ট উপাদন করা যায় তার সর্বাত্মক চেষ্টা করা হচ্ছে। আশাকরি খুব শীঘ্রই আমরা ৪ ইউনিট থেকেই ধারাবাহিক ভাবে সিমেন্ট উৎপাদন করতে পারব।'

গত বছরের জানুয়ারিতে এই কারখানার উদ্বোধন করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপধ্যায়। সপুত্র সজ্জন জিন্দাল সেইসময় উপস্থিত থেকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যত দ্রুত সম্ভব কারখানা থেকে সিমেন্ট উপাদনের। উদ্বোধনের দেড় বছরের মাথায় সিমেন্ট উপাদন হওয়ায় খুশি জিন্দাল কর্তৃপক্ষ। যদিও এই ঘটনায় বিক্ষোভের সুর জমিদাতা সংগঠনের গলায়।